খোয়াই

ISSN 2319 – 8389, Vol 42, Issue : 42

KHOAI

UGC Care Listed journal

Art and Humanities

Special Issue

সংখ্যা ৪২ : ১লা চৈত্র ১৪২৭

শান্তিনিকেতন

		পৃষ্ঠা
১৯. সুন্দরবনের শ্রমজীবি সম্প্রদায়, কৃষি ও জীবন-জীবিকার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ	অতনু গায়েন	১১১
২০. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার অন্যতম রূপকার	সমহিতা ভট্টাচার্য	১১৭
২১. জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা ভাবনা	মন্দিরা সিংহ	১২২
২২. আড্ডায় তারাশঙ্কর	সোনালী দাস	১৩০
২৩. ভারতীয় রাগসঙ্গীত এবং বৈষম্যের রাজনীতি	ঐশিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৭
২৪. শিক্ষায় শান্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা	অসীম কুমার রায়	১৪৩
২৫. সমরেশ বসুর আদাব : ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে	বিপুল পাল	১৫৫
২৬. বৈশেষিক অধিবিদ্যায় জাতিবোধক তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা	গৌতম দাস	১৬০
২৭. উত্তর রাঢ়ে বিষ্ণু উপাসনা : একটি সমীক্ষা (আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)	শাম্ব ভট্টাচার্য্য	১৬৬
২৮. স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার : একটি কান্টীয় পর্যালোচনা	দেবপ্রিয়া চক্রবর্তী	১৭০
২৯. আইন অমান্য আন্দোলনে হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির ভূমিকা	পার্থ মুখার্জ্জী	১৭৪
৩০. সংগীতের নান্দনিকতায় নচিকেতা ঘোষ	পায়েল মৃধা	১৭৯
৩১. রবীন্দ্র চিন্তায় বৌদ্ধদর্শন	ড. নন্দিনী ব্যানার্জী, ড. অমরনাথ দাশ, ড. শ্যামসুন্দর বৈরাগ্য	১৮৮
৩২. জাতীয় আন্দোলন ও বাংলা গান	ড. চন্দ্রানী দাস	১৯৫
৩৩. উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ও নান্দনিকতা	ড. প্রিয়াংকা গোপ	২০১
৩৪. 'নিয়মতন্ত্রবাদ' দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন রায়	তুষার কান্তি সাহা	২০৯
৩৫. মহাশ্বেতা দেবীর 'ঘর' গল্পে অন্তেবাসী মানুষের স্বপ্নবয়ন ও স্বপ্নভঙ্গের প্রতিচ্ছবি	ড. বিপুল মণ্ডল	২১৪
৩৬. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' : বেতনা ছুঁয়ে বাঁচতে চাওয়া একফালি সুন্দরবনের কাহিনি	ড. মৈত্রী দাস	২২১
৩৭. অজয়, কেয়া ও কোপাই	পরিমল হালদার	২২৪
৩৮. লেখক পরিচিতি		২৩৮

সমরেশ বসুর আদাব : ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে

বিপুল পাল

চল্লিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সমরেশ বসুর আবির্ভাব 'আদাব' গল্পের মাধ্যমে। ১৯৪৬-এর শারদীয় পরিচয় পত্রিকায় যখন এই গল্প প্রকাশিত হয় তখন তিনি মাত্র বাইশ বছরের যুবক। অথচ গল্প পড়ে তা বোঝার উপায় নেই। গল্পের কোথাও কোনোও অপরিণতির ছাপ পড়েনি। আকারে ছোটো কিন্তু ভাবনায় সুগভীর এই গল্প, পাঠককে সহজেই অভিভূত করে। ১৯৫৩ সালে 'মরশুমের একদিন' নামক গল্প সংকলনে 'আদাব' গল্পটি গ্রন্থভুক্ত হয়।

সমরেশ বসু প্রায় দ্বিশতাধিক গল্প রচনা করেছেন। বাস্তব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এইসব গল্পে তিনি বারংবার জীবনের কথা, জীবন সংগ্রামের কথা বলেছেন। আর দেখিয়েছেন — জীবন বীভৎস, জীবন অশান্ত, জীবন ক্লিন্ন — কিন্তু সেই সঙ্গে জীবন দুর্মর এবং অপরাজেয়।" (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়) 'আদাব' গল্পটিও তার ব্যতিক্রমী নয়। 'আদাব'-এর প্রতি ছত্রে ছড়িয়ে আছে মনুষ্য জীবনের গভীর মানবতার কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট তৎকালীন মুসলিম লিগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের' ডাক দেয়। শুরু হয় হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ক্রমশ এই দাঙ্গা সারা বাংলা হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন প্রবল বিশ্বাসহীনতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, সন্দেহ আর আক্রোশ। এরই পটভূমিতে লেখা হয়েছে 'আদাব' গল্পটি।

সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রেক্ষিতে রচিত এই গল্প অন্ধ সাম্প্রদায়িক বিরোধী। জাতি-ধর্ম নিয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব; পরিবারে-সংসারে পারস্পরিক মানব-সম্পর্কের কী বিষময় কুফল, কী ভয়ংকর যন্ত্রণা বহন করে নিয়ে আসে লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন। নির্দয় জীবনবিরোধী পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সমরেশ বসু চরম মানবতার কাহিনি শুনিয়েছেন।

গল্পের শুরুতেই লেখক সমরেশ বসু খুব স্পষ্টভাবে ১৯৪৬-এর দাঙ্গার প্রেক্ষাপট ও ভয়াবহ পরিস্থিতিকে অঙ্কন করেছেন—

"শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেঁধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই, দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের ফল — চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।"[১]

এই দাঙ্গাময় পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে লুঠেরারা তাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে। চারিদিকের মৃত্যু-বিভীষিকায় অন্ধকার রাত্রি লুঠেরা-বাহিনীদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলেছে। এছাড়াও দাঙ্গার চরম প্রতিফল যে বিশৃঙ্খলজনিত হত্যা বা মৃত্যু — সে কথা গল্পের প্রথমেই বলেছেন—

"মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চিৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলেছে।"[২]

দাঙ্গাজনিত কারণে রাস্তার চারিপাশের পরিবেশ এতটাই সংকটজনক যে কোনোও মানুষজন প্রকাশ্যে চলাফেরাও করতে পারে না। একটি লোক গলির ভিতর থেকে ডাস্টবিনটাকে আড়াল করে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে—

"মাথা তুলতে সাহস হল না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে।"[৩]

কিছুক্ষণ পরেই ডাস্টবিনের আড়াল থেকে আর একটি লোক মাথা তুলে বেরিয়ে এসেছে। দুটি মানুষের পারস্পরিক সাক্ষাৎকে লেখক ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—

"ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিষ্পদ, নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা — ধীর ...।"[৪]

দুটি অজ্ঞাত পরিচয় মানুষের উভয়ের চোখেই ভয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণে উভয়ে উভয়কে খুনি বলে ভেবেছে। পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। উভয়ের মনেই একটি প্রশ্নই জেগে ওঠে যে, হিন্দু না মুসলমান ?

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬ পৃ.
তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১২৯ সংখ্যা, জানুয়ারী, ২০২১

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১২৯ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০২১

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা
সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

সূ চী প ত্র

১.দিব্যেন্দু পালিতের গল্প : কলকাতার নাগরিক পরিবেশ
:: আজিজুল হক.....৯
২.জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি': আলাপন ও মূল্যায়ন
:: তপন দাস.....২০
৩.ফিরে এলে ভালো হত : কিন্তু ফেরা সহজ নয়
:: তৃণা দাস.....২৭
৪.জ্ঞান ও ভক্তি সঙ্গমে শ্রীরাম-পরশুরাম কথোপকথন :
বিষয় অধ্যাত্মরামায়ণ :: সুনীতা খাঁ.....৩২
৫.গীতার আলোকে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও বর্তমান মনুষ্য
সমাজের মুক্তির উপায় :: সোমনাথ প্রধান.....৩৮
৬.লোকসংস্কৃতির আলোকে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'
:: প্রিয়াংকা মিত্র.....৪৩
৭.ময়মনসিংহ গীতিকায় তৎকালীন লোকসমাজ ও লোকবিশ্বাস
প্রসঙ্গ ও বিশ্লেষণের আলোকে :: অরূপ পাল.....৫৫
৮.প্রাক স্বাধীনতা পর্যন্ত ভারতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
এবং ঔপনিবেশিক চরিত্র :: অক্ষয় দত্ত.....৬২
৯.'মতিলাল পাদরী' গল্প : ধর্ম বিশ্বাসের আড়ালে
মানবিক চেতনা :: বেবী পাত্র (সামন্ত).....৬৬
১০.ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনন্য সাধারণ চরিত্র
গঠনে পারিবারিক সদস্যদের ভূমিকা :: অনিন্দিতা কর্মকার.....৭৬
১১.প্রসঙ্গ: কোচবিহার জেলার মুসলিম সমাজ::আতোয়ার হোসেন.....৮৩
১২.ঊনবিংশ শতকে মফঃস্বল হুগলী জেলার ছাপাখানা ও
তার বিকাশ :: বিদ্যুৎ কুমার মিশ্র.....৯৪
১৩.মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' ছোটগল্পে নকশাল
আন্দোলনের রূপায়ণ :: বিপুল পাল.....১০২
১৪.জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্র ও জাতিকেন্দ্রিক পরিচয়ের রাজনীতি:
কলকাতার নগর জনগোষ্ঠীতে তার প্রভাব
:: বিশ্বজিৎ প্রসাদ হাজাম.....১০৯

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' ছোটগল্পে নকশাল আন্দোলনের রূপায়ণ

বিপুল পাল

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর লেখক জীবনের শুরু থেকেই শোষিত, বঞ্চিত (ঝাঁসির রানী, নটী প্রভৃতি রচনায়) মানুষের কথা লিখেছেন আবার নকশালবাদী আন্দোলন থেকে তিনি এই পাঠ নিয়েছেন, নিম্নবর্গের উপর উচ্চবর্গের শোষণের যেমন বিরাম নেই তেমনই উচ্চবর্গের শোষণ থেকে নিম্নবর্গের বেরিয়ে আসার সংগ্রামও চিরন্তন, এ সংগ্রাম অন্তহীন। তাই তিনি বলেন—

"সত্তরের দশক এক চিরদিনের চিরকালীন সত্যই আবার জানিয়ে গেছে আমাদের তা হল, সংগ্রাম কখনো ফুরায় না।"[১]

নকশালবাদী আন্দোলন সম্পর্কে 'আজকের লেখা কি ও কেন' প্রবন্ধে আরও বলেন—

"শিক্ষিত ছেলেরা জেলে গেল, নিহত হল, নির্যাতন সইল, তাতে সংগ্রাম ফুরায়? সংগ্রাম কখনও ফুরায় না। সংগ্রাম যেখানে চলবার চলছে— তা দমনের কাজও অব্যাহত।"[২]

লক্ষণীয় মহাশ্বেতা দেবী নকশালবাদী নেতাদের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করেননি, যে তরুণরা অসীম বীরত্বের সঙ্গে বিদ্রোহে শামিল হয়েছিল তাদেরকে যথোচিত সম্মান জানিয়েছেন তিনি তাঁর গল্পে। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক সন্ত্রাসের ভয়ংকর রূপ, অর্থনৈতিক শোষণের নগ্ন চেহারা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি চূড়ান্ত উদাসীনতার কথা তাঁর লেখায় বার বার উঠে এসেছে। নির্মল ঘোষের মন্তব্য—

"ভারতীয় সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী একমাত্র লেখক, যিনি কৃষি ভারতের নগ্ন রূপটি তাঁর গল্প উপন্যাসে সরাসরি উপস্থাপিত করেছেন এবং সেই ক্ষেত মজুরদের যারা সদাজাগ্রত শ্রেণিচেতনায় জোতদার, জমিদারের বিরুদ্ধে লড়ছে, লড়ছে সামন্তব্যবস্থা ভাঙার দুর্মর রাজনৈতিক প্রত্যয়ে।"[৩]

আমাদের মনে পড়ে নকশালবাদী আন্দোলনও খেতমজুরদের জোতদার, জমিদারের বিরুদ্ধে, সামন্তব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পাঠ দিয়েছিল। যা হোক, নিরন্তর সংগ্রামে বিশ্বাসী মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে নকশালবাদী আন্দোলনের অভিঘাত কীভাবে রয়েছে এবারে তাঁর গল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা তা দেখতে পারি—

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পটি 'শারদীয় পরিচয়' পত্রিকায়, ১৯৭৭ সালে